



87711 - য়ে নারীর অপারশেন হওয়ার কারণে হায়ে থকে পবত্রিতার গোসল করতে পারছনে না; তনিকি তায়াম্মুম করবনে?

---

প্রশ্ন

আমার ঁকটা অপারশেন হ়য়েছে। ঁদকি়ে আমার মাসকি ঁতুস্রাব চলমান। আমি যখন নামায পড়তে যাব তখন আমার করণীয় কী? আমি কিতায়াম্মুম করব? হায়ে থকে তায়াম্মুম করার সঠকি পন্থা কী? আমি কি প্রত্যকে নামাযরে জন্থ তায়াম্মুম করব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ঁতুমতী নারী ঁতুস্রাব থকে পবত্রি হওয়ার পর তনিকি যদি নামায পড়তে চান, তখন তার উপর গোসল করা আবশ্যক। তনিকি যদি গোসল করতে অক্ষম হন— বহিনা থকে উঠে পানি ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকার কারণে কথিবা পানি ব্যবহারে শারীরকি ক্ষতি হওয়ার কারণে; তাহলে তনিকি তায়াম্মুম করবনে।

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যহেতেু ইসলামী শরীয়ত সহজতার উপর প্রতষ্টিতি, সহেতেু য়ে ব্যক্তদিরে ওজর আছে, তাদরেকে ওজর অনুযায়ী আল্লাহ তায়াল কাজরে ক্ষত্রে শথিলিতা প্রদান করছেন; যাতে তারা কোনে প্রকার সংকীরণতা বা কঠোরতায় না পড়ে যায়। আল্লাহ তায়াল বলেন: “তনিকি দ্বীনরে ব্যাপারে তেোমাদরে উপর কোনে সংকীরণতা আরোপ করনেনি।” তনিকি আরে বলেন: “তনিকি তেোমাদরে জন্থ সহজ চান, তেোমাদরে জন্থ কষ্ট চান না।” মহান আল্লাহ বলেন: “তেোমরা সাধ্যমত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমি যখন তেোমাদরেকে কোনে কাজরে নরিদশে দবি, তেোমরা সাধ্যমত সে কাজটা করো।” তনিকি আরে বলেন: “ঁই দ্বীন সহজ।”

অসুস্থ ব্যক্তি যদি অক্ষমতা, অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়া কথিবা সুস্থতা অর্জন বলিম্বতি হওয়ার আশঙ্কায় পানি দিয়ে পবত্রিতা অর্জন করতে না পারে তথা ছোট নাপাকি থকে অযু করতে কথিবা বড় নাপাকি থকে গোসল করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে। ঁর পদ্ধতি হলো: সে তার দুই হাত দিয়ে পবত্রি মাটিতে ঁকবার আঘাত করবে। তারপর আঙুলরে পটে দিয়ে মুখমণ্ডল মুছবে। আর দুই হাতরে তালু দিয়ে দুই হাতরে কবজদিবয় মুছবে। কারণ আল্লাহ তায়াল বলছেন: “আর যদি তেোমরা পীড়তি হও অথবা সফরে থাক বা তেোমাদরে কটে শটোচাগার থকে আসে অথবা তেোমরা নারী সম্ভোগ কর ঁবং পানি না পাও তবে পবত্রি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর। অর্থাৎ মাসহে কর তেোমাদরে চহোরা ও হাত।” আর পানি ব্যবহার করতে অক্ষম



ব্যক্তির হুকুম পানি পায়নি এমন ব্যক্তি হুকুম পড়বে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন: “তোমরা সাধ্যমত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো।” আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের নির্দেশে দিই, তোমরা সাধ্যমত তা করো।”

তিনি আরও বলেন: “রোগীর জন্য পবিত্রতার ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা:

১- রোগীর রোগ যদি সামান্য হয় যে, পানি ব্যবহার করলে ক্ষতগ্রস্ত হওয়া, আশঙ্কাজনক রোগে আক্রান্ত হওয়া, সুস্থতায় বলিষ্ঠ হওয়া কিংবা ব্যথা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে, কিংবা তার জন্য কোনো ক্ষতি ছাড়া উষ্ণ পানি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে নাই। কারণ তাকে এমন বৈধতা দেওয়া হয়েছে ক্ষতি না থাকার শর্তে; এক্ষেত্রে তার তাকে কোনো ক্ষতি হবে না। অধিকন্তু তার কাছে পানি আছে; সুতরাং সেটা ব্যবহার করা আবশ্যিক।

২- আর যদি রোগীর এমন রোগ হয় যার কারণে প্রাণ হারানো, অঙ্গহানি হওয়া কিংবা এমন নতুন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে যার ফলে সে প্রাণ হারাবে অথবা অঙ্গ হারাবে অথবা অঙ্গে কার্যকারিতা হারাবে, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা নিজদেরকে হত্যা করো না, নশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল।”

৩- রোগীর যদি এমন রোগ হয় যার কারণে নড়াচড়া করতে না পারে কিংবা তাকে পানি দেওয়ার মত কউ না থাকে, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে।

৪- যার শরীরে এমন কিছু জখম, ঘা, ভাঙন বা রোগ আছে যটোর জন্য পানি ব্যবহার করা ক্ষতিকর; তার উপর যদি গোসল ফরয হয়, তাহলে উপর্যুক্ত দলীলরে ভিত্তিতে তার জন্যও তায়াম্মুম করা জায়যে। যদি তার পক্ষে শরীরের সুস্থ অংশ ধোয়া সম্ভবপর হয় তাহলে ততটুকু ধোয়া তার উপর ওয়াজবি; আর বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জন্য সে তায়াম্মুম করবে।

৫- রোগী যদি এমন কোনো স্থানে থাকে যেখানে পানি নাই, মাটি নাই, এমনকি তাকে এই দুইটি এনে দেয়ার মত কোনো মানুষও নাই, তাহলে সে যে অবস্থাতে আছে ঐ অবস্থাতেই নামায পড়বে। কিন্তু, তার জন্য নামায পছোনো জায়যে নাই। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় করো।” [আল-ফাতাওয়া আল-মুতায়াল্লিকাতে বহিত্বিবি ওয়া-আহকামলি মারদ্বা, পৃ. ২৬]।

দুই:

হায়যে বা ঋতুস্রাব থেকে তায়াম্মুম করা ছোট অপবিত্রতা থেকে তায়াম্মুম করার ধরন থেকে ভিন্ন নয়। ইতঃপূর্ববৎ শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যে তায়াম্মুমের বিবরণ গিয়েছে।



(21074) নং প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত এর বিবরণ গিয়েছে।

তনি:

অগ্রগণ্য মতানুসারে তায়াম্মুমও অযুর মত অপবিত্র অবস্থাকে দূর করে দেয়। সুতরাং এটা দিয়ে আপনি একাধিক ফরয নামায পড়তে পারবেন। প্রতিটি নামাযের জন্য পুনঃ পুনঃ তায়াম্মুম করা আবশ্যিক হবে না।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি যোহরের নামাযের জন্য তায়াম্মুম করেন এবং আপনার অযু না ভাঙে, তাহলে সেটা দিয়ে আসরের নামায পড়তে পারবেন। এভাবে বাকি নামাযগুলোতেও করবেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “একজন মানুষ যদি নফল নামাযের জন্য তায়াম্মুম করে, সে কি ঐ তায়াম্মুম দিয়ে ফরয নামায পড়তে পারবে?”

তনি উত্তর দেন: “তায়াম্মুম অপবিত্রতা দূরকারী। সুতরাং সে নফলের জন্য তায়াম্মুম করলে সেটা দিয়ে ফরযও আদায় করতে পারবে, যমেনভাবে নফল নামাযের জন্য অযু করলে সেই অযু দিয়ে ফরয নামায পড়া যায়। তায়াম্মুম ভঙলে কোনো কারণ না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলেও তায়াম্মুম পুনরায় করা আবশ্যিক হয় না।” [ফাতাওয়াশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১১/২৪০)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।